মলয় এবার ক্লাস নাইনে

রতনতনু ঘাটী

পুনশ্চ

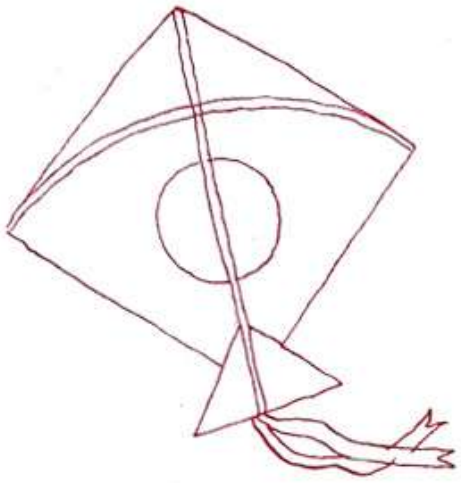

সূচিপত্র

দাদুর নোটখাতা	৭
কাছে রেখে দিও	১৫
ক্লাস নাইনের বিপুলবিজ্ঞান	২৩
হিরামন পাখি	২৯
অজানাগঞ্জের নরোত্তমের ঘুড়ি	৩৯
ছাতা	৪৩
একটা নীল আকাশ	৫১
মলয় এবার ক্লাস নাইনে	৬০
পার্সেন্টিজ দাদু	৬৭
বিপিনবান্ধব স্কুলের বনদেবস্যার	৭৬
ভোরবেলার স্বপ্ন	৮৪
পুরস্কার পেল মধুপ	৯২

দাদুর নোটখাতা

হিউয়েন সাঙ তমলুকে ঘুরতে ঘুরতে যেদিন মিতভ্রুদের গ্রামের বাড়িতে এসেছিলেন, মাত্র ঘণ্টা দেড়েক ছিলেন ওদের বাড়িতে। ওর দাদুর মুখ থেকে মিতভ্রুরা পরে এসব গল্প শুনেছে। এ গল্পটা আজ প্রায় চোদ্দোশো বছর ধরে মিতভ্রুদের বাড়িতে চলে আসছে। কাজে-কাজে নয়তো গালগল্পে এই গল্প ওদের গ্রামে কে না শুনেছে? কিন্তু যেটা মজার ব্যাপার হল, সেটা একটা সামান্য নোটখাতা।

মিতভ্রুদের বাড়িতে বহুদিন আগে থেকেই নোটখাতার প্রচলন ছিল। তখন কাগজ আবিষ্কার হয়ে গেছে বটে কিন্তু সেইভাবে নোট খাতা বাজারে চালু হয়নি। মিতভ্রুর পূর্বপুরুষ মকরকেতু দেব তালপাতা কেটে জলে দিন সাতেক ভিজিয়ে রেখে তারপর রোদে শুকিয়ে নিতেন। তারপর সেলাই করে ছোটো ছোটো খাতা তৈরি করতেন বাড়ির সকলের জন্যে। জরুরি কাজ বা কথা যাতে সহজে কেউ ভুলে না যায়, সেসব লিখে রাখার জন্যে ওই খাতা। মকরকেতু-এর নাম দিয়েছিলেন 'দেববাড়ির নোটখাতা'।

হিউয়েন সাঙ যখন ওদের বাড়ি থেকে উঠি-উঠি করছেন, তখন বিকেলও যাই-যাই করছে পশ্চিমের মেঘের গায়ে। সেদিন গ্রামের কত লোক যে এসেছিল হিউয়েন সাঙকে দেখতে। গ্রামের লোক শুনেছে, বরফ-ঢাকা হিমালয় পেরিয়ে চিন দেশের একটা লোক এসেছে তাদের গ্রামে। অমনি ছুট-ছুট! বিকেলের মুখে তারাও একে একে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ মকরকেতু দেব হিউয়েন সাঙকে একটু দাঁড়াতে বলে বাড়ির ভিতর চলে গেলেন। তারপর ওরকম একটা তালপাতার নোটখাতা এনে হিউয়েন সাঙের হাতে দিলেন।

হিউয়েন সাঙ অবাক হয়ে দেখছিলেন তালপাতার নোটখাতাটা। মকরকেতু হেসে বললেন, 'আমাদের বাড়িতে এলেন। কিছু উপহার না দিলে কি চলে? এই নোটখাতাটা দিলাম, কবে কোথায় কখন যেতে হবে, সেসব লিখে রাখবেন বলে। আপনি তো টংটং করে নানা দেশ ঘুরে বেড়ান। এটা কাছে রেখে দিন! ইচ্ছে হলে আপনি এটাকে নোটবুকও বলতে পারেন!'

হিউয়েন সাঙ হেসে তাঁর কাঁধের কাপড়ের ঝোলায় তালপাতার নোটখাতাটা রেখে এগিয়ে চললেন তাম্রলিপ্ত বৌদ্ধবিহারের দিকে। তখন পিটপিট করে সন্ধে নামছে গাছপালার মাথায়। পুব আকাশে চাঁদও উঠি-উঠি করছে।

সে আজ কত দিনের কথা। কিন্তু এখনও মিতভ্রু দেবের বাড়িতে এই নোটখাতার চল আছে। এত মোবাইল আর ট্যাবের হুড়োহুড়িতেও বাড়ির কৌলিন্যের মতো এই নোটখাতার চল বজায় রেখে চলেছেন মিতভ্রুর দাদু মুক্তিকেতু দেব। তবে এখন কাগজের বিস্তর নোটখাতা বাজারে পাওয়া যায়। মিতভ্রুর দাদু মুক্তিকেতু দেব নুটুগঞ্জের হাটবারের দিন এলে একটা ধরাবাঁধা দোকান

থেকে একসঙ্গে বেশ কয়েকটা নোটখাতা কিনে এনে আলমারির তাকে তুলে রেখে দেন। যখন যার নোটখাতা শেষ হয়ে যায়, তার হাতে তখন নতুন নোটখাতা ধরিয়ে দেন। দোকানদার শুধু মুক্তিকেতুবাবুর জন্যেই কলকাতার বড়ো বাজার থেকে ওসব নোটখাতা পাইকারি দামে কিনে এনে রেখে দেন। হাটে গিয়ে গ্রামের আর কেউ যে খুব একটা এই নোটখাতার খোঁজ করে তা নয়। এখন দরকার হলে লোকে মোবাইলে কত টুকিটাকি ইনফরমেশন লিখে রাখে।

বড়োদের যার যার যখন নোটখাতার পাতা শেষ হয়ে যায়, দাদু তার কাছ থেকে তখন পুরোনো খাতাটা নিয়ে জমা রেখে তাকে নতুন নোটখাতা দিয়ে বলেন, 'শেষ করে ফেলেছ? ভেরি গুড! এবার থেকে সব নতুন নোটখাতায় লিখে রেখো!'

মিতদ্রুদের বাড়ির সব ছোটোদেরই দেখার কৌতূহল দাদুর নোটখাতাটা। দাদু তাতে কী লিখে রাখেন? কিন্তু সে উপায় নেই। দাদুর নোটখাতাটা সব সময় দাদুর ফতুয়ার পকেটে মুখ লুকিয়ে আত্মগোপন করে রাখে নিজেকে। সে যদি কারও দেখার অধিকার থাকে তো ঠাকুরমার। তবে ঠাকুরমার হাতে এতরকম কাজ থাকে যে, ওসব দেখার ফুরসতই নেই।

দাদুর নিজেরও অমন নোটখাতা শেষ হয়ে গেলে নিজেই আলমারিতে তুলে রাখেন। তবে আলমারিতে সব সময় চাবি দেওয়া থাকে। ছোটোরা কখনও সে চাবির হদিস করতে পারে না।

কারেন্ট নোটখাতা দাদু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই রাখেন, কখন কী দরকারি কথা লিখে রাখতে হয়! তাতে দাদু কী সব কথা যে লিখে রাখেন, দেখার কৌতূহল ছোটোদের সকলেরই। কেননা, দাদুর তো স্কুল নেই, হোমওয়ার্ক নেই, পাশের ফ্ল্যাটের সামনে ক্রিকেট ম্যাচ নেই। মিতদ্রুদের ভাইবোনদের মতো ঘনঘন ভাব আর আড়ি নেই। তা হলে দাদু কী লিখে রাখেন ওই নোটখাতায়? কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউ সেই নোটখাতা খুলে দেখার সুযোগ পায়নি।

আর ছোটোদের বেলায়? হাতেখড়ি হওয়ার পর একটুখানি লিখতে শিখলেই দাদু তার হাতে একটা নোটখাতা ধরিয়ে দিয়ে বলেন, 'এবার থেকে সব এই নোটখাতায় লিখে রাখবে। ভুল যেন না হয়!'

ছোটোকাকুর ছেলে গুলটুস। প্রি-নার্সারিতে ভরতি হয়ে বাড়িতে ফিরে আসার দিনই দাদু তার হাতে একটা নোটখাতা তুলে দিলেন। গুলটুস নোটখাতাটা নিয়ে হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর তাকানো দেখে দাদু বললেন, 'অবাক হয়ে রিন্টুর দিকে তাকানোর কিছু নেই!' আমার ভালো নাম মিতদ্রু, ডাকনাম রিন্টু। দাদু বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই গুলটুস। তুমি এবার বড়ো হয়ে গেছ। তুমি তো স্কুলে ভরতি হয়েছ। লিখতেও শিখেছ। যেসব কথা মনে রাখতে পারবে না বলে মনে হবে, সেসব কথা এই নোটখাতায় তারিখ দিয়ে লিখে রাখবে।'

গুলটুস তেমনই অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল, 'যেমন, একটা কথা একটু বলে দাও না দাদু!'

মিতদ্রু বলল, 'ও আমি তোকে সময় করে সব বুঝিয়ে দেব। চল, এখন ক্রিকেট খেলব চল। তুই বোলার, বল করবি। আমি ব্যাটসম্যান।'

দাদু মিতদ্রুকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'দাঁড়াও মিতদ্রু। তুমি যদি সবাইকে সব বুঝিয়ে দিতে পারবে, তা হলে এবার হাফইয়ার্লিতে অঙ্কে তেরো পেয়েছ কেন? আমি অনেক ভেবে দেখেছি,

তোমার নিজের বোঝার ক্ষমতা যেমন কম, অন্যকে বোঝানোর ক্ষমতা তারও চেয়ে অনেক কম। দাঁড়াও, চুপ করে দাঁড়াও! আমি গুলটুসকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

দাদুর কাছ থেকে চট করে ছাড়া পাওয়া মুশকিল এ কথা সকলেই জানে। সকলে দাদুর চারপাশে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়াল। দাদু গুলটুসের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যেমন ধরো গুলটুস, বুধবার দিন হাতের লেখা লিখে নিয়ে যেতে হবে স্কুলে। ভুলে গিয়ে যদি সেদিন হাতের লেখা না লিখে নিয়ে যাও, আন্টির কাছে বকুনি খাবে? কী বকুনি খাবে কি না?'

গুলটুস ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ!'

দাদু বললেন, 'বকুনি খাওয়ার চেয়ে স্কুলে হাতের লেখা লিখে নিয়ে যাওয়ার কথাটা নোটখাতায় আগে থেকে লিখে রাখলে ভালো হবে না? যেমন ধরো, লিখে রাখলে 'বুধবার স্কুলের হাতের লেখার খাতা।' ব্যস, তার আগের দিন সন্ধেবেলা নোটবইটা খুলে দেখে নিলেই হল। আর ভুল হওয়ার উপায় নেই।'

গুলটুস চিন্তিত মুখে বলল, 'দাদু, নোটখাতার কি খেলার কথা আর দিদিদের সঙ্গে ভাব-আড়ির কথাও লিখে রাখব? মানে, যেমন ধরো, শনিবার দেবাঞ্জনদের সঙ্গে আমাদের ক্রিকেট ম্যাচ। এই ম্যাচের কথাটা?'

দাদু একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, 'তা লিখে রাখতে পারো বইকী। যে কথাই মনে রাখার দরকার মনে হবে, সে কথাই লিখে রাখবে, যাতে ভুলে না যাও। এটা খুব ভালো অভ্যেস।'

নোটখাতাটা খুলে গুলটুস প্রথম পাতায় লিখে রাখল 'ক্রিকেট ম্যাচ শনিবার।'

মিতক্রুরা যারা একটু বড়ো হয়েছে, যেমন টুকাই, অন্তু, নীল, কেকা, এরা সব মেজোকাকুর ছেলেমেয়ে। এদেরও মিতক্রুর মতো নোটখাতায় লিখে রাখতে হয়। দাদু আবার এক-এক সময় বাবা-কাকুদের অফিসের অফিসারদের সারপ্রাইজ ভিজিটের মতো, হঠাৎ করে এক-একজনের কাছ থেকে নোটখাতা চেয়ে নিয়ে সারপ্রাইজ চেকিং করেন। দেখেন, নিয়ম করে ঠিকঠাক লিখে রাখে হচ্ছে কিনা।

সেদিন দুম করে দাদুর কাছে ধরা পড়ে গেল কেকা। নোটখাতার একটা পাতায় সে একটাই মাত্র আঁচড় কেটেছে। তাও সেটা একটা গান—'বাদল ধারা হল সারা...'। স্কুলের গানের দিদিমণি এখন এই গানটা শেখাচ্ছেন ওদের ক্লাসে। নোটখাতার আর সব পাতাই সাদা পড়ে আছে।

দাদু রাগের চোখে তাকালেন কেকার দিকে। বললেন, 'কেকা, এদিকে এসো। তুমি নোটখাতায় গান লিখেছ কেন? এ কি গান লেখার জন্যে? কেন, তোমার গান লেখার খাতা নেই? নেই যদি তো সে কথা আমাকে বলোনি কেন? আমি জানতে চাই, তোমার নোটখাতায় আর একটা পাতায়ও আঁচড় পড়েনি কেন?'

কেকার সব কিছুতেই বেশ সাহস। কেকা ডাকাবুকো মেয়ে বলে বাড়িতে ওর খুব নামডাক! স্কুলেও। ও স্কুলের আন্টিকেও ভয় পায় না। দাদুকেও ভয় পায় না। কেকা পটাং করে উত্তর দিল, 'আমার তো সব কাজের কথা ঠিকঠাক মনে থাকে দাদু! তাই লিখে রাখার দরকারই হয় না।'

দাদু তেমনই রাগী গলায় বললেন, 'যার সামান্য লিখে রাখার কথাটাই মনে থাকে না, তার আবার অন্য সব কাজের কথা মনে থাকে কী করে আমি তো বুঝতেই পারি না! এ কি পি সি সরকারের ম্যাজিক নাকি?' দাদু রাগে গরগর করতে করতে বললেন, 'কথাটা কাল তোমার মায়ের মুখ থেকে আমার কানে উড়ে এসেছে। তুমি নাকি দশ তারিখে ক্লাসে হোমওয়ার্ক খাতা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলে? তাই আন্টির কাছে বিস্তর বকুনি খেয়েছ? ক্লাসের এক কোণে তোমাকে নাকি সারা ক্লাসটাই দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল? কথাটা কি ঠিক?'

চুপ করে মুখ নিচু করে থাকল কেকা। কেননা, কথাটা একশো ভাগ ঠিক। মিতভ্রু মনে মনে ভাবছিল, দাদু যদি এসব নোটখাতার কাণ্ডকারখানা ছেড়ে শুধুই গোয়েন্দাগিরি নিয়ে পড়ে থাকতেন, তা হলে সার আর্থার কোনান ডয়েলের শার্লক হোমসকেও ছাড়িয়ে যেতেন।

সকলেই চুপ করে আছে। দাদু একটু পরে নীরবতা ভাঙলেন, 'এই জন্যেই নোটখাতার দরকার, বুঝলে কেকারানি? মানুষ কত সহজ কথাই যে কেমন অনায়াসে ভুলে যায়! আইনস্টাইনের ভুলোমনের একটা গল্প বলি! এক বন্ধু আইনস্টাইনের কাছে তাঁর ফোন নম্বরটা চাইলেন। তখন আইনস্টাইন টেলিফোন গাইড ওলটাতে বসলেন। অনেকক্ষণ খুঁজে পাচ্ছেন না দেখে বন্ধুটি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আপনি নিজের ফোন নম্বরটা মনে রাখতে পারেন না?' আইনস্টাইন হেসে বললেন, 'যে জিনিসটা টেলিফোন গাইডে লেখা আছে, সেটা আমি খামোখা মনে রাখতে যাব কেন?'

দাদুর কথার মাঝখানে ফট করে টুকাই বলে ফেলল, 'এই গল্পটা আমাদের ক্লাসটিচার একদিন গল্পের ক্লাসে বলেছিলেন।' টুকাইয়ের এবার ক্লাস এইট। সে মনেও রাখতে পারে অনেক কথা।

দাদু কথার মাঝখানে কথা বলা একদম পছন্দ করেন না। তাই বিরক্ত হলেন বলে মনে হল তাঁর মুখ দেখে। এবার একটু যেন দমেও গেলেন মনে হল। চুপ করে থাকলেন একটু সময়, তারপর বললেন, 'এর দ্বারা কী প্রমাণ হয় টুকাই? নোটখাতায় লিখে রাখা ভালো নয়? আইনস্টাইনের যদি তোমাদের মতো একজন দাদু থাকত, আর তিনি আইনস্টাইনকে তোমাদের মতো একটা করে নোটখাতা দিতেন, তা হলে আইনস্টাইনকে নিজের ফোন নম্বর নিয়ে অমন ঝামেলায় পড়তে হত না। আইনস্টাইন সেই নোটখাতায় তাঁর ফোন নম্বরটা লিখেই রাখতে পারতেন? ঠিক কিনা?'

দাদুর কথা ঠিক কি ভুল, সে নিয়ে আর কেউ উচ্চবাচ্য করল না। কেননা, মাঠে খেলতে যাওয়ার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। এখন এভাবে সময় নষ্ট হলে সন্ধেবেলা মাঠ থেকে ফেরার সময়ে কি দাদু এক মিনিটও সময় গ্রেস দেবেন? তা তো কখনও দেন না। মাঠ থেকে ফিরতে দেরি হলেই তুলকালাম শুরু করে দেন।

॥ দুই ॥

এরকমই চলছিল মিতভ্রুদের বাড়িতে। বাবা-কাকু, মা-কাকিমা, নোটখাতার হাত থেকে কারও নিস্তার নেই। শুধু কেন যে ঠাকুরমা এই নোটখাতার বাইরে থেকে গেলেন, সে নিয়ে কেকা-অন্তরা কম মাথা ঘামায়নি। কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর চট করে খুঁজে পাওয়া যায়নি। দাদুও এ প্রশ্নে নিরুত্তর থেকেছেন সব সময়।

তবে আমরা একটা জিনিস লক্ষ করছি, নোটখাতা এবার আমাদের বাড়ির গণ্ডি ছাড়িয়ে আমাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। সেদিন আমার মামাতো ভাই দীপ গরমের ছুটিতে আমাদের বাড়িতে এসেছিল। ওকে নিয়ে খেলে-বেড়িয়ে আমাদের দিন ভালোই কাটছিল। দীপের বাড়ি চলে যাওয়ার সময় তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। এর কারণ আর কিছু না। দীপের স্কুলের দেওয়া হোমওয়ার্ক সবটাই নাকি পড়ে আছে। টাচই করা হয়নি। এ